অধ্যায় ৭ ঃ সাজাহান — ২

অধ্যায়-বিন্যাস

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৭.২ পরিচিতি
৭.৩ সাজাহান নাটকের চরিত্র-বিচার
৭.৩.১ মুখ্য চরিত্র
৭.৩.২ গৌণ চরিত্র
৭.৪ অধ্যায়-সংক্ষেপ
৭.৫ অতিরিক্ত পঠন
৭.৬ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর
৭.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনারা—

- ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে এবং 'সাজাহান' নাটকে ঐতিহাসিক উপাদান কতটা পাওয়া যায় এ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- 'সাজাহান' নাটকের প্রকৃত নায়ক কে, এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন
- 'সাজাহান' নাটকের সংগীত বিষয়ে নিজেই বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- 'সাজাহান' নাটকের সমস্ত পাত্র-পাত্রীকে গভীর ভাবে বুঝতে এবং বিচার করতে পারবেন।
- নাট্যকাহিনিতে চরিত্রগুলির ভূমিকা তথা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।
- চরিত্র-সৃষ্টিতে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৭.২ পরিচিতি

পূরবর্তী অধ্যায়টিতে প্রখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবন ও সাহিত্যকৃতি এবং ঐতিহাসিক নাটক 'সাজাহানে'র কিছু দিশের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়া হল। নাটকের মুখ্য ও গৌণ কয়েকটি চরিত্র বিষয়ে আপনাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। পাত্র-পাত্রী অর্থাৎ চরিত্রই নাটকের প্রাণ। নাটকের চরিত্রকে ভালোভাবে না বুঝলে নাটককেও সম্পূর্ণ ভাবে বোঝা যাবে না। প্রথমে আমরা প্রধান চরিত্রগুলির আলোচনা করে তারপর অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব। বিশেষভাবে একথা উল্লেখের প্রয়োজন, আপনারা মূল নাটকটি মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। পড়লে আনন্দ পাবেন।

৭.৩ 'সাজাহান' নাটকের চরিত্র-বিচার

পাত্র-প্রাত্রী নাটকের প্রাণ। নাটকের চরিত্রকে ভালোভাবে না বুঝলে নাটককেও সম্পূর্ণ ভাবে বোঝা যায় না। এই অনুচ্ছেদে 'সাজাহান' নাটকের প্রধান ও অপ্রধান সব চরিত্রের সঙ্গে আপনাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় হবে।

৭.৩.১ মুখ্য চরিত্র

➢ *সাজাহান ঃ* 'সাজাহান' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকের নায়ক সাজাহান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সু-অঙ্কিত চরিত্র। এই চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার ইতিহাসের উপাদানকে যথাযথ রেখে মানুষ সাজাহানের অন্তরের দুঃখ-বেদনা, যন্ত্রণাকে অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সাজাহান' নাটকের কাহিনি সম্রাট সাজাহানের জীবনের শেষ পাঁচ বছরের কাহিনি। এই সময় অসুস্থ সাজাহানের মৃত্যুর মিথ্যা রটনায় তাঁর চার পুত্রের মধ্যে ময়ূর সিংহাসন নিয়ে যে বিরোধ দেখা দেয় তা পিতা সাজাহানকে কীভাবে যন্ত্রণায় দগ্ধ করে তা-ই সাজাহান - চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।



আসুন জেনে নিই—

'সাজাহান' নাটকের চরিত্রলিপি অনুযায়ী পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্র মিলিয়ে নাটকে মোট ষোলটি চরিত্র আছে। এ-ছাড়াও 'কুশীলব' তালিকায় স্থান নেই এমন কয়েকটি ছোট ছোট চরিত্রও নাটকে আছে, যেমন দিলীর খাঁ, সাহানাবাজ, জিহন খাঁ প্রমুখ।

সাজাহান যেমন দিল্লির সম্রাট, তেমনি আবার স্নেহবৎসল পিতাও। তাঁর অত্যধিক পুত্রস্নেহের জন্যই যখন বিদ্রোহী পুত্রদের যুদ্ধের মাধ্যমে শাসন করার সময় আসে তখন তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। পুত্র যেমনই হোক, পিতা সাজাহান যে সব পুত্রকে একই দৃষ্টিতে দেখেন। চার পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে সাজাহানের পিতৃহৃদয় তাই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলেছে ঃ ' এ যুদ্ধে যে পক্ষেরই পরাজয় হয়, আমার সমান ক্ষতি'। পুত্রস্নেহ সম্রাটের কতর্ব্য পালনে তাঁকে বাধা দিচ্ছে কি না, তার হৃদয়ের দুর্বলতা তাঁর সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে কি না— এইসব ভাবনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সাজাহান চরিত্রটি আলোড়িত হয়েছে। তাঁর স্নেহ-দুর্বলতা সম্রাটের দায়িত্ব-কতর্ব্যকে বারবার ছাপিয়ে ওঠায় সাজাহানের জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে। আমরা জানি সাজাহান ছিলেন সৌন্দর্যরসিক। শিল্প-কলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। বাবর থেকে ঔরংজীব — অন্যান্য সব মোগল সম্রাটের

থেকে এক্ষেত্রে সাজাহান ছিলেন আলাদা। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ এবং পুত্র-কন্যাদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন সাজাহান। অথচ সেই সাজাহানই বৃদ্ধ বয়সে নিজের পুত্রের হাতে নিজেরই দুর্গে বন্দী হয়ে রইলেন।

বাইরের দিক থেকে সরল মনে হলেও সাজাহান চরিত্রের মধ্যে জটিলতা কম নয়। একদিকে তাঁর মধ্যে আছে পিতা সাজাহান ও সম্রাট সাজাহানের দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে দুজন পিতার সংঘাতও আছে। একদিকে তিনি দারা, সুজা, মোরাদ ও জাহানারার পিতা আবার তিনি তো ঔরংজীবেরও পিতা। ঔরংজীবকে কপট, ধূর্ত, মিথ্যাবাদী বলে বিশ্বাস করতে তাঁর মন চায় না। পুত্রের জন্য পিতা সাজাহান মনে আঘাত পান, লজ্জিত হন, আবার ঔরংজীবের শৌর্য, বীর্য, বিচক্ষণতা দেখে পিতা হিসাবে তাঁর বুক ফুলে ওঠে। ফলে সাজাহানের মধ্যে দুই পিতার সংঘাত প্রবল হয়ে ওঠে। এই দুই পিতা ও সম্রাটের ত্রিকোণ দ্বন্দ্বে বার বার সাজাহানের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। তাঁর পিতৃহৃদয়ের এই দুর্বলতাই তাঁর মর্মান্তিক পরিণতির জন্য দায়ি। যে পুত্রকে তিনি শুধু প্রশ্রয় দিয়েছেন, কোনোদিন শাসন করেননি, সেই ধূর্ত, লোভী পুত্র ঔরংজীবই সাজাহানকে বন্দী করে রেখেছেন। ঔরংজীবের হাতে তাঁর প্রিয় পুত্র-পৌত্রদের মৃত্যুও সাজাহানকে চোখের সামনে দেখতে হয়। তাঁর সম্রাট সত্তা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে ' আমি সম্রাট সাজাহান' বলে। কিন্তু বৃদ্ধ অশক্ত সাজাহানের পক্ষে তখন আর পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয় না। সাজাহানের পিতৃহৃদয় কেঁদে উঠে বলে ঃ " পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না।বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না, ... তারা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর .....।"

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হতে হতে সাজাহান ধীরে ধীরে উন্মত্ততার দিকে এগিয়ে যান। নাটকের প্রথম থেকেই আমরা সম্রাট সাজাহান ও পিতা সাজাহানে দ্বন্দ্ব দেখেছি। নাটকের শেষের দিকে এসে দেখি দারা, সুজা, মোরাদের পিতা সাজাহান ও ঔরংজীবের পিতা সাজাহানের দ্বন্দ্ব। এত বড় অত্যাচারী পুত্রকেও ক্ষমা করতে চান সাজাহান, আবার ক্ষমা করলে দারা ও অন্যান্য পরমাত্মীয়দের হত্যাকারীকেই যে ক্ষমা করতে হয় --- এই দ্বন্দ্বে তাঁর অন্তর রক্তাক্ত হয়ে যায়। সাজাহান শেষ পর্যন্ত ঔরংজীবকে ক্ষমা করলেন বটে কিন্তু ক্ষমা করতে গিয়ে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল।

পিতা সাজাহানের কাছে সম্রাট সাজাহানের পরাজয়ের কাহিনি দিয়ে নাটকের সূত্রপাত এবং শেষও। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই দেখি, পুত্রস্নেহবশত নিজে কোনো দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করার পরিবর্তে দারা ও জাহানারার পরামর্শে বিদ্রোহী পুত্রদের শাসন করার জন্য দারার হাতে সম্রাটের পাঞ্জাটি তুলে দিয়েছেন। দৃঢ়স্বভাব ও কর্তব্যপরায়ণ হলে তিনি দারা ও জাহানারার পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারতেন। আরেকটি কথাও আপনারা লক্ষ করবেন যে, দারাকে যে পিতা সর্বাপেক্ষা স্নেহ

করেন, অন্য পুত্রদের এটাও একটা ঈর্ষার কারণ ছিল। সাজাহান চরিত্রের এই সকল দোষ-ত্রুটি তাঁর করুণ পরিণতির জন্য দায়ি। নাটকে সাজাহানের করুণ জীবনকাহিনির যে পরিচয় দ্বিজেন্দ্রলাল দিয়েছেন তা এক কথায় অসাধারণ।

- *ঔরংজীব ঃ* 'সাজাহান' নাটকের সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র ঔরংজীব। নাটকের অপরাপর অনেক চরিত্রের পরিণতির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঔরংজীব দায়ি। যেজন্য কোনো কোনো সমালোচক ঔরংজীবকেই এই নাটকের নায়ক বিবেচনা করেছেন। এ বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ঔরংজীবের চরিত্র অঙ্কনে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করেছেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে ঔরংজীব ছিলেন কৌশলী, চতুর, বিচক্ষণ ও ব্যক্তিত্বশালী এবং ধর্মের ক্ষেত্রে গোঁড়া। মানুষ চেনার ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি যেমন তাঁর ছিল, তেমনি ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভ ও নির্মমতা। 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজীবকে ঠিক এরকম ভাবেই আমরা দেখতে পাই।



আসুন জেনে নেই—

ঔরংজীবের সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, কূটকৌশল, ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা খ্যাতনামা ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর 'Short History of Aurangzib' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ভিনিসীয় পর্যটক মানুচির গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে।

সাজাহানের পরে এই নাটকের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র নিঃসন্দেহে ঔরংজীব। অসাধারণ বুদ্ধি ও বাহুবলের অধিকারী ঔরংজীব ছলে বলে কৌশলে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করতে চেয়েছিলেন। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোনো কাজই ঔরংজীব করতে পারতেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্মম ও বিবেকহীন মানুষ। নিজের প্রয়োজনে ধর্মকেও বিকৃত ভাবে ব্যবহার করেছেন তিনি। সম্রাট হওয়ার জন্য তিনি এতটাই দৃঢ়সংকল্প ছিলেন যে পরম স্নেহময় বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করা, বিশ্বাসঘাতকতা করে ভাইদের বন্দী ও পরে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার মতো কাজ করতেও তাঁর সামান্য দ্বিধা হয়নি। নাটকে আমরা দেখেছি মাঝে মাঝে নিজের পুত্রকে পর্যন্ত অবিশ্বাস করেছেন ঔরংজীব। স্বার্থপূরণের জন্য মিথ্যাচার, একটার পর একটা ষড়যন্ত্র এবং হত্যালীলা চালিয়ে গিয়েছেন ঔরংজীব।

সাজাহানের প্রিয় কন্যা জাহানারার একটি উক্তিতে ঔরংজীবের চরিত্রটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে ঃ "... বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যাই যে, মানুষ এমন হাসতে পারে— আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের লোলুপ চাহনি চাইতে পারে, এমন মৃদু কথা কইতে পারে— যখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে, ঈশ্বরের কাছে এমত হাত

জোড় কর্তে পারে— যখন ভিতরে নূতন শয়তানী মতলব কর্ছে। বলিহারি।" এই ঔরংজীব কাউকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। নিজের পুত্র মহম্মদের সঙ্গেও ধূর্তামি করেছেন। পুত্রের প্রতি যে স্নেহপূর্ণ আচরণ করেছেন, সেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। কাজ হয়ে যাওয়ার পর পুত্রকে বন্দী করে ঔরংজীব বলেছেন, "বেচারী পুত্র। কিন্তু জহরৎ জানুক যে আমাদের কাছে এক নীতি। পুত্র মিত্র বিচার নাই।" কিন্তু এসবই তাঁর লোক ঠকানো কথা। নিজের স্বার্থে ধর্মকেও ব্যবহার করেছেন তিনি। দারাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে 'কাজীর বিচার' বলে প্রচার করেছেন। তাই দারার মৃত্যুর পর ঔরংজীব যখন বলেন, 'হতভাগ্য দারার মৃত্যু আমাদের সমস্ত জয়কে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু ভাই পুত্র যাউক, ধর্ম প্রবল হউক'— সেটা যে তাঁর কপটতা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সক্রিয়তা, বলিষ্ঠতা, কর্মতৎপরতা ঔরংজীবের চরিত্রের উল্লেখযোগ্য গুণ নিশ্চয়ই, কিন্তু এ-সকল গুণই আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তাঁর হৃদয়ে ক্ষত যদি কিছু থেকে থাকে তাও আমাদের চোখে পড়ে না। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের শেষের দিকে ঔরংজীব চরিত্রের কলঙ্ক কিছুটা মোছার চেষ্টা করেছেন। ঔরংজীবের মধ্যে দু-একবার অন্তর্দ্বন্দ্বও আমরা দেখতে পেয়েছি, কিন্তু সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ঔরংজীবকে গভীরভাবে আলোড়িত করেনি। নাটকের একেবারে শেষদৃশ্যে সাজাহান, জাহানারাদের কাছে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কতটুকু আন্তরিক সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। চরিত্রটির প্রতি আমাদেরও তাই কখনো করুণা জাগে না। ঔরংজীব চরিত্রটি শেষপর্যন্ত ট্র্যাজিক মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ নাটকের শেষে সাজাহান ঔরংজীবকে ক্ষমা করে দেন। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ সাজাহান শারীরিকভাবেও নিষ্ক্রিয়, মানসিক ভাবেও নিষ্ক্রিয়। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ নাটকের শুরুতেই ঔরংজীবকে দমন করা জন্য সাজাহানকে প্ররোচিত করেন।

ক. দারা ও জাহানারা খ. দারা ও মোরাদ

গ. জাহানারা ও সুজা ঘ. জাহানারা ও জহরৎ

প্রশ্ন নং ৪ ঃ ঔরংজীব যথার্থই ধার্মিক ছিলেন। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ ঔরংজীব নিষ্ক্রিয় ও অলস প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ৬ ঃ শেষ দৃশ্যে একমাত্র জহরৎ উন্নিসাই ঔরংজীবকে ক্ষমা করেননি। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ ঔরংজীবের পুত্রের নাম

ক. মোরাদ খ. দিলদার

গ. সোলেমান ঘ. মহম্মদ সুলতান

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ ঔরংজীব সুজাকে

ক. ফাঁসি দেন খ. মুক্তি দেন

গ. নির্বাসিত করেন ঘ. সম্রাট করেন

.....

➢ *দারা ঃ* দারা সাজাহানের জ্যেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রিয় পুত্র। সাজাহান দারাকেই ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট মনোনীত করেছিলেন। দারার মৃত্যুতে সাজাহান সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন। দারার মৃত্যু নাটকে করুণ রস সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাস-অনুমোদিত রূপেই দারাকে চিত্রিত করেছেন। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে দারা ছিলেন পিতৃভক্ত পুত্র, সন্তান বৎসল পিতা ও পত্নী প্রেমিক স্বামী। দারা ছিলেন উদার মনের মানুষ। স্বভাবে তিনি ছিলেন ঔরংজীবের ঠিক বিপরীত। দুজনের সম্পর্ক ছিল খুব তিক্ত। ধর্মের ব্যাপারে ঔরংজীব ছিলেন ভীষণ গোঁড়া আর দারা ছিলেন ততটাই উদার। পণ্ডিতদের সহযোগিতায় দারা উপনিষদের ফার্সি অনুবাদ করেছিলেন। সুফিদের লেখা ও বেদান্ত সমানভাবে চর্চা করতেন তিনি। হিন্দু যোগী লালদাস ও মুসলমান ফকির সারমদ -- উভয়ের প্রতিই তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। নামাজ ও রোজাকে দারা তেমন আমল দিতেন না। এসব কারণে ঔরংজীব দারাকে 'কাফের' বলে উল্লেখ করেছেন। গোঁড়া ঔরংজীব দারার উদার মনোভাবকে সহ্য করতে পারতেন না। ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করার দোহাই দিয়ে তিনি দারার প্রাণদণ্ড দেন। দারার পরধর্ম সহিষ্ণুতা, উদার মানসিকতা প্রভৃতি গুণাবলিকে প্রত্যক্ষভাবে নাটকে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ নাট্যকারের ছিল না, তবে পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।



আসুন জেনে নিই—

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর "Short History of Aurangazib" গ্রন্থে দারার সম্পর্কে লিখেছেন "Dara was a loving husband, a doting father, and a devotd son.''

নাটকে আমরা দারাকে দেখি সহৃদয় পুত্র, পিতা ও স্বামী হিসাবে। যুবরাজ হিসাবেও তিনি মানব-প্রেমিক, কিন্তু কুশলী শাসক নন। সিংহাসনের প্রতি তাঁর কোনো লোভ নেই। নাটকের প্রথম থেকেই দেখি যে, দারা প্রতিটি কাজ করেছেন পিতার অনুমতি নিয়ে, পিতার সন্তুষ্টির জন্য। দারা সাজাহানকে বলেছেন, "ভাববেন না পিতা, যে আমি এ সিংহাসনের প্রত্যাশী। তার জন্য যুদ্ধ নয়। আমি এ সাম্রাজ্য চাই না। আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য পেয়েছি। আমি যাচ্ছি আপনার সিংহাসন রক্ষা কর্তে"। এ সম্পূর্ণ সত্য। এই পিতৃভক্তি ও কর্তব্যপরায়ণতা তাঁর চরিত্রকে মহৎ করেছে। অন্য ভাইদের সঙ্গে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা। ঔরংজীব, সুজা, মোরাদ উদ্ধত, লোভী, নির্মম ও কপট। আর দারা নির্লোভ, সজ্জন, বিদ্যানুরাগী ও সহানুভূতিশীল মানুষ। যুদ্ধের কূট কৌশল সরল মানুষ দারা জানেন না। যার জন্য বারবার ঔরংজীবের কাছে যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হয়েছেন। প্রাণ বাঁচানোর জন্য দারা সপরিবারে বোলান গিরিপথ দিয়ে পালানোর সময় ঔরংজীবের হাতে ধরা পড়েন। যে জিহন খাঁকে একদিন তিনি প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন, পুরস্কারের লোভে সেই জিহন খাঁই তাঁকে ধরিয়ে দেয়। তারপর ঔরংজীবের আদেশে দারাকে হত্যা করা হয়। দারার পুত্র সোলেমানকেও বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। দারার স্ত্রী নাদিরার অবশ্য ইতিপূর্বেই অর্ধাহারে-অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। জিহন খাঁর হাতে বন্দী হয়ে দারা বলেছেন, " আমি জানি জগতে সব --- সব উচ্চ প্রবৃত্তি সাপের ভয়ে মাটির মধ্যে মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, ... আমি জানি পৃথিবীতে ধর্ম এখন স্বার্থসিদ্ধি, নীতি — শাঠ্য, পূজা --- খোসামোদ, কর্তব্য— জোচ্চোরি। উচ্চ প্রবৃত্তিগুলো এখন বড় পুরাতন হয়ে গিয়েছে।" এই উক্তির মধ্যে দারার ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ের যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। দারার করুণ জীবন-কাহিনি দর্শক-পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়।

নাট্যকার অসীম মমতায় দারাকে সৃষ্টি করেছেন। দারার প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি বশতঃ নাট্যকার তাঁর চরিত্রের ভালো দিকগুলিরই বেশি পরিচয় দিয়েছেন। দারা অসাধারণ কিছু গুণের অধিকারী যেমন ছিলেন, তেমনি তিনি ছিলেন অসংযমী, অহংকারী ও খেয়ালি। এ সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে নাট্যকার উল্লেখ করেননি। তা হলেও চরিত্রটি মানবীয় বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত উজ্জ্বল। তা ছাড়া, নাটকে দারাকে too

good হিসাবে চিত্রিত করে, তাঁর দুঃখ ভোগকে ব্যক্তিত্বহীন ভালোমানুষের লাঞ্ছনার নমুনা হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে, যা করুণরসাত্মক (Pathetic) হয়েছে, কিন্তু ট্র্যাজিক নয়।

- *জাহানারা ঃ* 'সাজাহান' নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র জাহানারা। জাহানারা ব্যক্তিত্বময়ী এবং তেজস্বিনী নারী। নাটকের অন্যান্য নারী চরিত্রের তুলনায় জাহানারা অনেক বেশি সক্রিয় ও বলিষ্ঠ। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতার কথা ইতিহাসেও বর্ণিত হয়েছে। জাহানারা স্নেহ ও সমর্থন করতেন দারাকে এবং ঔরংজীবকে একেবারেই পছন্দ করতেন না।



আসুন জেনে নিই—

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর "Studies in Aurangzeb's Reign" গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে জাহানারাকে "The Indian Antigone" বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রকাশ্য দরবারে জাহানারার ঔরংজীবকে অভিযুক্ত করার ঘটনাটি অনৈতিহাসিক হলেও তার মধ্য দিয়ে জাহানারার প্রখর ব্যক্তিত্ব, সাহস ও যুক্তিপূর্ণ বাচনভঙ্গি ফুটে উঠেছে। বুদ্ধি ও চাতুর্যেও জাহানারা অতুলনীয়। নাটকে মাত্র কয়েকটি দৃশ্যেই তাঁর আর্বিভাব । কিন্তু এই অল্প পরিসরেও তাঁর চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দেখি তিনি স্নেহ দুর্বল পিতাকে বিদ্রোহী পুত্রদের দমনে উদ্দীপিত করেছেন, দ্বিধাগ্রস্ত দারাকে দ্রুত কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়ার জন্য তিরস্কার করেছেন এবং নাদিরার হৃদয়ে গৌরববোধ জাগ্রত করেছেন। ঔরংজীবের জয়লাভে ক্রুদ্ধ জাহানারা বলেছেন, "আসুক সে একবার এই দুর্গে। আমি কৌশলে তাকে আপনার চক্ষের সম্মুখে বন্দী করব।" এহেন জাহানারার চরিত্রে নারী সুলভ রমণীয়তা ও স্নেহ-পরায়ণতার কথাও বিশেষভবে উল্লেখ করতে হয়। পিতা সাজাহানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অতি গভীর। সকল অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে জাহানারা সাজাহানকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। বন্দীদশায় জাহানারা পাশে না থাকলে সাজাহানের অবস্থা যে আরো করুণ হত তাতে সন্দেহ নেই। স্নেহ-মমতায়, করুণায়, সেবা-শুশ্রূষায় জাহানারা অতুলনীয়।

জাহানারার মমতাময়ী চরিত্রের মধ্যেও তার আত্মমর্যাদাবোধ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতি পক্ষপাত লুকানো থাকেনি। কারাগারের মধ্যে অসহায় শিশুর মতো সাজাহানের ক্রন্দন জাহানারা সহ্য করতে পারেননি। ঘোর বিপদের সময় অত্যাচারীর ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে শুধু ঈশ্বরকে ডাকাও জাহানারা মেনে নিতে পারেননি। পিতাকে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দিয়ে জাহানারা বলেছেন, " বাবা এই কারাগারের

কোণে বসে অসহায় শিশুর মতো ক্রন্দন করলে কিছুই হবে না। ..... উঠুন দলিত ভুজঙ্গের মতো ফণা বিস্তার করে উঠুন, হৃত শাবক ব্যাঘ্রীর মতো প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন।" জাহানারা ঔরংজীবকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন, তাঁকে 'ভণ্ড' বলে ধিক্কার দিয়েছেন, আবার কৌশলে আমীর ওমরাহদের উত্তেজিত করেছেন ঔরংজীবের বিরুদ্ধে। ঔরংজীব ঠিক বুঝেছিলেন যে এহেন নারীকে বন্দী করে রাখলে তাঁর বিপদ ঘটবে। জাহানারা বীরাঙ্গনা। নারীসুলভ স্নেহ-মমতা, করুণা, ভালোবাসা সবগুণই তাঁর আছে। তেজস্বিতার সঙ্গে কোমলতার চমৎকার সম্মেলনে তাঁর চরিত্রটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৯ ঃ দারা একজন দক্ষ শাসক ও কুশলী যোদ্ধা ছিলেন। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ জিহন খাঁর হাতে দারা ধরা পড়েন—

ক. আজমীরে খ. বোলান গিরিপথে

গ. শামুগড়ের যুদ্ধে ঘ. আগ্রায়

.....

প্রশ্ন নং ১১ ঃ দারা উপনিষদের ফার্সি অনুবাদ করেছিলেন। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ১২ ঃ দারার দুই পুত্র—

ক. মহম্মদ ও সিপার খ.মহম্মদ ও সোলেমান

গ. সিপার ও সোলেমান ঘ. সোলেমান ও দিলদার

.....

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ পুরোনো শত্রুতার জন্য জিহন খাঁ দারাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ জাহানারার বলিষ্ঠতা ও তেজস্বিতা ইতিহাসসম্মত। (সত্য/মিথ্যা)

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ প্রকাশ্য দরবারে জাহানারার ঔরংজীবকে অভিযুক্ত করার ঘটনাটি। (সত্য/কাল্পনিক)

.....

৭.৩.২ অপ্রধান চরিত্র

➢ *দিলদার ঃ* 'সাজাহান' নাটকের দিলদার চরিত্রটি নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি । এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামত খাঁ হাজীর চরিত্রকে স্মরণে রেখে নাট্যকার এই চরিত্রকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে সৃষ্টি করেছেন। বিদ্বান এই পণ্ডিতকে নাট্যকার প্রথমে মোরাদের বিদূষকরূপে দেখিয়েছেন। পরে দিলদার রাজনৈতিক আবর্তে ঢুকে গেছেন।



আসুন জেনে নিই—

'সাজাহান' নাটকে 'কুশীলব' প্রসঙ্গে দিলদারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে— 'ছদ্মবেশী জ্ঞানী (দানেসমন্দ)।' দিলদারের পরিচয়জ্ঞাপক 'দানেসমন্দ' শব্দটি ফার্সি 'দানিসবন্দ্' শব্দটির অপভ্রংশ বলে অনুমান করা যেতে পারে। ফার্সি শব্দটির অর্থ হল ধর্মপরায়ণ বা পুণ্যাত্মা। আবার, ইতিহাসে দানিশমন্দ খান নামটি দুর্লভ নয়। সুপণ্ডিত দানিশমন্দ খান ছিলেন পর্যটক বোর্নিয়ারের পৃষ্ঠপোষক।

দিলদারের রাজনৈতিক জ্ঞান অসাধারণ। ঔরংজীবের কাজের কঠোর সমালোচনা করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। দারাকে রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন দিলদার। যদিও তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। দিলদার জ্ঞানী, হাস্যরসিক, রাজনীতিক-জ্ঞান সম্পন্ন, মানবপ্রেমিক ও দার্শনিক। আপনারা লক্ষ করবেন, বিদূষক হলেও স্থূল হাস্যরস ও অতিরঞ্জিত ভাঁড়ামি দিলদার চরিত্রে নেই। দিলদারের হাস্যরসের মধ্যে আছে বাকচাতুর্য, শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গি। আসলে, শুধু হাস্যরসই নয়, নাট্যঘটনার বিভিন্ন পর্বে নানা প্রয়োজনেই এ-চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা দিলদার ঔরংজীব, মোরাদ প্রভৃতি চরিত্রের বিবেককে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। এ-ব্যাপারে তিনি কিছুটা সফলও হয়েছেন। হাস্যরস, সততা, মানবপ্রেম ও দার্শনিকতা নিয়ে দিলদার চরিত্রটি নাটকে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

➢ *পিয়ারা ঃ* ইতিহাসে সুজার দ্বিতীয় পক্ষের অভিজাত বংশীয়া এক স্ত্রীর উল্লেখমাত্রই আছে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সেইটুকুমাত্রকে অবলম্বন করে এই চরিত্রকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করেছেন। পিয়ারা পরিহাসরসিকা, প্রেমময়ী রূপসী নারী। সংগীতের সাধনায় পিয়ারা নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। স্বামী সুজা তাঁর সম্পর্কে নাটকে বলেছেন, 'পিয়ারা এক হাস্যের ফোয়ারা — একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী।' সত্যিই তাই। স্থানে-অস্থানে সর্বত্রই তাঁর রসিকতা, হাসি-ঠাট্টা। আবার কথায় কথায় তিনি গানও করেন। যুদ্ধের ভয়ংকর পরিবেশেও পিয়ারা নির্বিকার মনে প্রেমের গান গেয়ে যান। সুজার জীবনের এক পরম সম্পদ এই নারী। যুদ্ধপ্রিয় সুজা সাম্রাজ্যের জন্য

লালায়িত হয়ে বারবার নিজের জীবনে বিপদ ডেকে আনেন। সুজার অস্থির জীবনের দুঃখ কষ্ট- যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেন পিয়ারা তাঁর গানের অমৃত-সুরায়। পিয়ারা চরিত্রটিকে গভীর ভাবে অনুধাবন করলে আপনারা দেখবেন যে হাস্য-পরিহাস ও সংগীতে দক্ষ পিয়ারার হৃদয়ের গভীরে কিন্তু কান্নার সমুদ্র বয়ে গেছে। স্বামীর জন্য তাঁর চিন্তার শেষ নেই। সুজাকে তিনি প্রাণাধিক ভালোবাসেন। আপনারা আরো লক্ষ করবেন যে পিয়ারার বাস্তবজ্ঞান প্রবল। স্বামীকে পর্যন্ত তিরস্কার করে একবার পিয়ারা বলেছেন, ' এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছ ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। হেলে ধর্তে পার না, কেউটে ধর্তে যাও।' অর্থাৎ যে মানুষ একটি বিষহীন সাপ ধরতে পারেন না, তিনি চেষ্টা করছেন সবচেয়ে বিষধর কেউটে সাপ ধরবার।

প্রয়োজনে এই পিয়ারাই তেজস্বিনী নারীর রূপ ধারণ করেছেন। আরাকানরাজ তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার বিনিময়ে পিয়ারাকে চাইলে এই পিয়ারাই স্বামীকে ওই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন, সে যুদ্ধে তিনিও থাকবেন স্বামীর পাশে। সুজার ব্যক্তিগত জীবনে রাশ টেনে ধরেছেন তিনি। সুজার কাহিনিকে নাটকে পূর্ণতা দিয়েছেন পিয়ারা এবং অন্তিমে তাঁর নির্দেশে স্বামী ও তাঁর মৃত্যু মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। হৃদয়ধর্ম ও বুদ্ধির সমন্বয়ে পিয়ারা চরিত্রটি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিকল্পনাপ্রসূত এক অপরূপ সৃষ্টি।

- *জয়সিংহ ঃ* অপ্রধান চরিত্র হলেও নাট্যকাহিনির সঙ্গে জয়সিংহ চরিত্রটির গভীর যোগ আছে। জয়সিংহের স্বার্থপরচিন্তা ও বিশ্বাসঘাতকতা দারার পরাজয়কে যেমন নিশ্চিত করেছে, তেমনি সাজাহানের ট্রাজেডিকেও ঘনীভূত করেছে। জয়পুর বা বিকানিরের মহারাজা জয়সিংহ স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর। তিনি সর্বক্ষণ ক্ষমতাবানকে তোষামোদ করে চলেন। ইতিহাসে যেমনভাবে আছে, ঠিক তেমনি ভাবেই চরিত্রটিকে নাট্যকার নাটকে তুলে ধরেছেন। জয়সিংহের নিজের একটি কথাতেই তাঁর চরিত্রট স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে ঃ "সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশী পাবো, সেখানেই যাবো"। নীতি, মায়া-মমতা, কৃতজ্ঞতা, করুণা— এসব কিছুর উপরে তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তাকে স্থান দেন। সোলেমানের সঙ্গে শঠতা বা দারার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে জয়সিংহ তাই দ্বিধা করেননি। জয়সিংহ চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীন ভারতের রায়সাহেব, রায়বাহাদুর প্রভৃতি ইংরেজের খোশামোদকারীদের মূর্তিটিকে প্রকাশ করেছেন।
- *মহম্মদ ঃ* মহম্মদ সুলতান সম্রাট সাজাহানের পৌত্র এবং ঔরংজীবের পুত্র। মহম্মদ চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে কর্তব্যপরায়ণতা ও পিতৃভক্তি। আমাদের মনে হয় ঔরংজীবের পিতৃভক্তিহীনতার বিপরীতে স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই মহম্মদের পিতৃভক্তিকে বেশি বড় করে দেখানো হয়েছে। সিংহাসনের প্রতি তাঁর কোনো লোভ নেই। পিতৃভক্তির সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে আছে সকলের জন্য প্রেম ও সহানুভূতি।

এই বিরল সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে ভারত-সিংহাসন লাভের প্রলোভনকে জয় করে নিয়েছেন মহম্মদ। পিতৃভক্তিই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলেও আরো কিছু গুণও তাঁর আছে। মহম্মদ আদর্শবাদী। সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ রক্ষার জন্য স্বয়ং পিতাকেই তিনি একবার বলেছিলেন, 'আপনি এই ভারত সাম্রাজ্য আজ পেয়েছেন বটে। কিন্তু তার চেয়েও বড় সাম্রাজ্য হারালেন— আমার পিতৃভক্তি।'

মহম্মদ সুলতান যে একজন বড় বীরও ছিলেন, তার পরিচয়ও নাটকে আছে। প্রেমের প্রতি তিনি অতিশয় নিষ্ঠাবান। সুজার কন্যা গুলরুখ বানুকে তিনি ভালোবেসেছেন এবং পিতার বিরুদ্ধতাকে উপেক্ষা করে গুলরুখ বানুকে বিবাহ করেন। এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মহম্মদের এই প্রেমিকসত্তা তাঁর চরিত্রকে মাধুর্যময় করে তুলেছে। অবশ্য তাঁর পরিণতি অত্যন্ত মর্মান্তিক। মহম্মদ বিবাহের পর সুজার পক্ষে যোগ দেন। কিন্তু ঔরংজীবের কৌশলে আবার মোগল শিবিরে ফিরে আসেন। এই অপরাধে তাঁকে যাবজ্জীবন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করা হয়। ইতিহাস বলে, এখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। যাহোক, প্রেম-প্রীতি, মানবিকতা, পিতৃভক্তি, বীরত্ব, ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে সৃষ্ট মহম্মদ চরিত্রটি সহজেই আমাদের আকর্ষণ করে।

- *সোলেমান ঃ* মহম্মদ সুলতানের মতো সোলেমান চরিত্রটির প্রতিও আমাদের প্রীতি ও সহানুভূতি জাগ্রত হয়। সোলেমান দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি যথার্থ বীর। পিতাকে তিনি প্রাণাধিক ভালোবাসেন। পিতার বিপদের সময় সেনাপতির পা ধরে সাহায্য ভিক্ষা করতেও সোলেমান দ্বিধা করেননি। প্রকৃত বীরের মতো শেষ শ্বাসটুকু থাকা অবধি তিনি শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করেছেন। সোলেমান চরিত্রের আর একটি গুণ যা আমাদের মুগ্ধ করে সে হল তাঁর নীতিবোধ। একমুহূর্তের জন্যও তিনি কখনো তাঁর আদর্শ থেকে সরে আসেন না। সুন্দরী বারাঙ্গনাদের প্রলোভন সহজে জয় করার মতো নৈতিক শক্তি তাঁর আছে। ভগিনী জহরৎ উন্নিসা পুরুষ বেশে ঔরংজীবকে হত্যা করতে এলে জহরৎ উন্নিসাকে বাধা দিয়ে সোলেমান বলেছেন, 'ক্ষান্ত হও — হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়। পাপে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।' এই উক্তি থেকেই আদর্শবাদী সোলেমানের অন্তরটি আমাদের সামনে পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়ে। অথচ এমন একটি মানুষকে ঔরংজীব গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে মাত্রাতিরিক্ত আফিম খাইয়ে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন।

আদর্শবাদ, পিতৃভক্তি, বীরত্ব ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট সোলেমান অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি চরিত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর গুণাবলিকে বাড়িয়ে দেখাতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল চরিত্রটিকে আদর্শ ও নীতির পুতুল বানিয়ে তুলেছেন। মাঝে মাঝে তাঁকে রক্তমাংসের মানুষ বলেই যেন মনে হয় না। তাঁর দীর্ঘ নৈতিক বক্তৃতা অতিনাটকীয় হয়েছে। এককথায় নাটকে সোলেমান চরিত্রটি ঠিক যেন জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ দিলদার কার বিদূষক ছিলেন?

ক. ঔরংজীব খ. সাজাহান

গ. মোরাদ ঘ. সুজা

.....

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ আশ্রয় দেওয়ার বিনিময়ে পিয়ারাকে চেয়েছিল—

ক. যশোবন্ত খ. জিহন খাঁ

গ. জয়সিংহ ঘ. আরাকান রাজ

.....

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ জয়সিংহ কার সঙ্গে শঠতা করেছিলেন?

ক. জাহানারা খ. সোলেমান

গ. মোরাদ ঘ. মহম্মদ

.....

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ মহম্মদের শ্বশুর—

ক. মোরাদ খ. সিপার

গ. সুজা ঘ. আরাকান রাজ

.....

প্রশ্ন নং ২০ ঃ পিতাকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে সোলেমান কার পা ধরে সাহায্য চেয়েছিলেন?

ক. ঔরংজীব খ. সাজাহান

গ. জয়সিংহ ঘ. সেনাপতি

.....



৭.৪ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- এই আধ্যায়ে আমরা 'সাজাহান' নাটকের প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। সাজাহান, ঔরংজীব, দারা ও জাহানারা— এই চারটি চরিত্রকে আমরা নাটকের প্রধান চরিত্র হিসাবে আলোচনা করেছি।
- এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে এই চারটি চরিত্রই

নাট্যকাহিনিকে আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই চরিত্রগুলি সৃষ্টিতে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের দক্ষতার বিচারও আমরা করেছি।

- এতক্ষণের আলোচনা থেকে আপনারা একথাও জানতে পারলেন যে অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে দিলদার, জয়সিংহ, মহম্মদ ও সোলেমান একেবারে গৌণ চরিত্র নয়, কারণ নাট্যকাহিনির সঙ্গে এই চরিত্রগুলির নিবিড় যোগ আছে। এই চরিত্রগুলি এবং সেই সঙ্গে পিয়ারার মতো একটি চরিত্র সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলিতে নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় তেমন ভাবে ফুটে ওঠেনি।



৭.৫ অতিরিক্ত পঠন

১) ঘোষ, অজিতকুমার; *বাংলা নাটকের ইতিহাস।*
২) ঘোষ, অজিতকুমার (সম্পাঃ) ; *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড।*
৩) ভট্টাচার্য, আশুতোষ; *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)।*
৪) মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর; *দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ জীবন ও সাহিত্য।*
৫) রায়, রথীন্দ্রনাথ; *দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ কবি ও নাট্যকার।*



৭.৬ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য
২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অশুদ্ধ
৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ক
৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মিথ্যা
৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মিথ্যা
৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য
৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঘ
৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গ
৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মিথ্যা
১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ খ

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য

১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গ

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মিথ্যা

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কাল্পনিক

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গ

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঘ

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ খ

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গ

২০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঘ



৭.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ 'সাজাহান' নাটক অনুসরণে ঔরংজীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ২ ঃ 'সাজাহান' নাটকে দারা চরিত্রটি যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় লিখুন।

প্রশ্ন ৩ ঃ 'সাজাহান' নাটক অনুসরণে জাহানারার ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতার পরিচয় দিন।

প্রশ্ন ৪ ঃ 'সাজাহান' নাটকে দিলদার চরিত্রটির প্রয়োজন ছিল কি? যুক্তিসহ আপনার মতামত পরিস্ফুট করুন।

প্রশ্ন ৫ ঃ পিয়ারা চরিত্র-সৃষ্টিতে নাট্যকারের কৃতিত্ব বিচার করুন।

প্রশ্ন ৬ ঃ মহম্মদ ও সোলেমান চরিত্র দুটি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরেও আপন চারিত্রিক মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। — মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করুন।

প্রশ্ন ৭ ঃ টীকা লিখুন —

দিলদার, পিয়ারা, জয়সিংহ, মহম্মদ, সোলেমান

*** ***** ***